ভোটার ID নয়, ন্যাশনাল/সিভিল ID ই দূর্নীতি রোধে সক্ষম।

দেশের জাতীয় নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বৈধ ভোটারগণ যাতে নিয়মতান্ত্রিক-সুশৃঙ্খল ভাবে ভোট দিতে পারেন সে জন্যে ভোটার ID কার্ড। ভোটার ID কার্ড এর প্রধান উদ্দেশ্য - জাল ভোট বন্ধ করা।

১. প্রত্যেক নির্বাচনের আগে যাদের ১৮ বৎসর পূর্ণ হবে তাদেরকে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে?
২. মৃত ব্যক্তিদের বাদ না দিলে ভোটার সংখ্যার প্রকাশ নির্ভুল হবে না, তাদেরকে কিভাবে বাদ দেয়া হবে?
৩. বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ কিভাবে ভোটার হবেন এবং ভোট দেবেন?
৪. জাল ভোট বন্ধ করার একটা প্রচেষ্টা ভোটার ID কার্ড কিন্তু ভোট পেয়ে যারা নির্বাচিত হবেন তারা যাতে দূর্নীতিতে জড়াতে না পারেন তা পর্যবেক্ষণের জন্যে কোন কার্ড?
৫. জাল ভোট প্রদান ব্যতীত বাকী যত ধরনের অপরাধ-দূর্নীতি আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে ভোটার ID কার্ডের কোন ভূমিকা আছে কি?
৬. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র যে কোন ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কোন কার্ড?

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে যত অপরাধ-দূর্নীতি হয় সে গুলো নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সর্ব-স্তরের জনগণের যথাযথ নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি মানুষের যে কার্ডটি থাকা অত্যাবশ্যক সেটিই হলো ন্যাশনাল ID বা সিভিল ID কার্ড।

ভোটার ID কার্ড এ উল্লেখিত ছবি ও অন্যান্য তথ্য নির্ভুল এবং যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করার জন্যে কম্পিউটার ডাটাবেজ এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যেহেতু যে কোন ব্যক্তির ১৮ বৎসর পূর্ণ হবার পর ভোটার হিসেবে তার অন্তর্ভূক্তি এবং কারো মৃত্যু হলে ভোটার থেকে তার নাম বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সে হিসাবে ভোটার ID কার্ড তৈরী একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। ন্যাশনাল ID কার্ড এর জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। *ন্যাশনাল ID তৈরী করলে ভোটার ID তৈরীর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বরং প্রতি ৪/৫ বৎসর পর পর সরকারের শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।* এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, দূর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ রাষ্ট্রের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি ন্যাশনাল কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরী করার জন্যে অভিজ্ঞ দেশী-বিদেশী কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, ডাটাবেজ ডেভেলপার, এনালিষ্ট প্রোগ্রামারদের পরামর্শ অত্যাবশ্যক।

যে ডাটাবেজের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি পাবলিক সেক্টর থেকে সর্বস্তরের জনগণ তাদের সামগ্রিক কাজে যথাযথ সুবিধা পাবে। উদারণ স্বরূপ -

১. হাসপাতালের সাথে ন্যাশনাল ডাটাবেজের যে অংশ সম্পৃক্ত থাকবে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শুধু সেটুকু ব্যবহারের অনুমতি পাবে। কোন ব্যক্তির ID নং হাসপাতালের কম্পিউটারে এন্টার করলে - সে ব্যক্তির নাম, ছবি, ঠিকানা, বয়স, রক্তের গ্রুপ, ইতিপূর্বে কোন্ রোগের জন্যে কোন্ হাসপাতালে কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসায় তার শারীরিক অবস্থা কেমন ছিলো ইত্যাদী সব প্রয়োজনীয় তথ্য মূহুর্তের মধ্যেই মনিটরে ভেসে ওঠবে। একজনের তথ্য অন্য জন ইচ্ছে করলেই যাতে দেখতে এবং মুছে দিতে না পারে সে ব্যবস্থাও থাকবে। এভাবে ন্যাশনাল ID চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২. ছাত্র-শিক্ষক, অভিবাবক ও স্কুল/কলেজ/শিক্ষাবোর্ড এর সাথে ন্যাশনাল ডাটাবেজের যে অংশ সম্পৃক্ত থাকবে, স্কুল/কলেজ/শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ শুধু সেটুকু ব্যবহারের অনুমতি পাবে। ভর্তি বা অন্য যে কোন কাজে কারো ID নং কম্পিউটারে এন্টার করলে তার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, ইতিপূর্বে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক বা অন্য কোন্ কোন্ পরীক্ষায় তার ফলাফল কি ছিলো ইত্যাদী প্রয়োজনীয় সকল তথ্য মূহুর্তের মধ্যেই মনিটরে ভেসে ওঠবে। জাল মার্কশীট এবং সার্টিফিকেট তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। ভর্তি ফরম পূরণ করা, ছবি তোলা, জমা দেয়া ইত্যাদী কোন ঝামেলাই থাকবে না। শুধু প্রিন্ট করার পর প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর করলেই কাজ শেষ। এভাবে ন্যাশনাল ID শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩. চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদারদের ব্যাংক লেনদেন এর সাথে ন্যাশনাল ডাটাবেজের যে অংশ সম্পৃক্ত থাকবে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শুধু সেটুকু ব্যবহারের অনুমতি পাবে। কারো ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্যে নাম, ঠিকানা, ছবি সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ID নং দিয়ে ন্যাশনাল কম্পিউটার ডাটাবেজ থেকে তাৎক্ষণিক পাওয়া যাবে। ১৮ বৎসর বয়স থেকে সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদারদের জন্যে ব্যাংক একাউন্ট বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তাতে প্রত্যেকের মাসিক/বাৎসরিক সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ গড় আয়ের আনুমানিক একটা হিসাব ন্যাশনাল

Mohammed Omar Faruk
Computer Programmer
DW-MSP – KLF. MOD-Kuwait

ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বেতন বা ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন লেনদেনে নির্দিষ্ট অংকের টাকার বিনিময়, ব্যাংক বা সরকারী নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করতে হবে। একইভাবে ভূমি-রাজস্ব অফিসের মাধ্যমে - কার কি সম্পত্তি আছে তা জানা, বাড়ী-ঘর, জমি কেনা-বেচা, রাজস্ব আদায় ইত্যাদী কাজগুলো কম্পিউটার ডাটাবেজের মাধ্যমে পরিচালনা এবং সংরক্ষণ করা হলে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবে তেমনি যথাযথ রাজস্ব প্রদানেও কেউ সরকারকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এভাবে প্রত্যেকের আয়ের উৎস নিয়ে জবাব-দিহীতা মূলক তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, যাতে করে দূর্নীতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

৪. এভাবে ট্রাফিক কন্ট্রোল, পাসপোর্ট অফিস, ইমিগ্রেশান, এয়ার পোর্ট এসব স্থানেও কোন ব্যক্তির ID নং এর মাধ্যমে ন্যাশনাল কম্পিউটার ডাটাবেজ থেকে মূহুর্তের মধ্যেই জানা যাবে তিনি কোথায়, কি চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তার নামে সরকারী কোন ট্যাক্স বকেয়া আছে কি না? বিটিটিবি বা মোবাইল ফোন কোম্পানী থেকে তাকে কোন্ ফোন নং ইস্যু করা হয়েছে, তাতে তার কোন বিল বকেয়া আছে কি না? কখন কোন আঞ্চলিক অফিস থেকে তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইস্যু বা নবায়ন করা হয়েছিলো? তার নামে কোন জরিমানা আছে কি না? ইতিমধ্যে তিনি কোন্ কোন্ দেশে কতবার ভ্রমণ করেছেন অথবা তার নাম কালো তালিকাভুক্ত আছে কি না ইত্যাদী সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ন্যাশনাল ID কার্ডের ভূমিকা থাকবে।

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু; যেমনঃ বিদেশ থেকে আগত কোন ব্যক্তির কাছে এইডস্ বা এর মত ভয়াবহ ভাইরাস জনিত কোন রোগ আছে কি না? তা নির্ণয় করা। সরকারী-বেসরকারী যে কোন চাকুরীতে যোগ দেবার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির (বাংলাদেশী/বিদেশী নাগরিক) শারীরিক সুস্থতার মেডিকেল টেষ্টের রিপোর্ট, সরকার অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারগুলো থেকে ন্যাশনাল ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যাতে করে সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ID কার্ড প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন - আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত, কম শিক্ষিত গ্রামের সাধারণ জনগণ ন্যাশনাল ID কার্ডের গুরুত্ব কি বুঝবে বা তারা এটা যত্ন করে কেন রাখবেন?

এর উত্তরে বলা যায়, ৭/৮ বছরের এক জন বালক/বালিকা যদি টাকা চিনতে পারে, টাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝে, টাকা যাতে না হারায় সেভাবে সতর্ক থাকে তাহলে ন্যাশনাল ID কার্ড এর প্রয়োজনীয়তা তার কাছে না বুঝার বা এ ব্যাপারে যত্নশীল না হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। ধরা যাক, প্রথম প্রথম হয়তো সাময়িক অসুবিধা হতে পারে কিন্তু প্রক্রিয়াটি একবার শুরু হয়ে যাবার পর ৩/৪ বছর অতিক্রম হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইহা গ্রহণ যোগ্য হতে বাধ্য কারণ-

প্রত্যেক ব্যক্তির যে সব কাজে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন তার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে সরকার নিয়ন্ত্রিত নির্ধারিত ফরমে সেই ব্যক্তির ID নং উল্লেখ করতে হবে। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিগণকে মনে রাখতে হবে যে,

যার ID কার্ড নেই সে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা সুবিধা পাবে না।
যার ID কার্ড নেই সে কোন স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না।
যার ID কার্ড নেই সে কোন ব্যাংক এ একাউন্ট খুলতে এবং ব্যাংক ঋণ নিতে পারবে না।
যার ID কার্ড নেই সে কোন বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি কেনা-বেচা করতে পারবে না।
যার ID কার্ড নেই সে দেশের যে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে না।
যার ID কার্ড নেই সে কোন পাসপোর্ট, ব্যবসায়িক লাইসেন্স বা, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না।
যার ID কার্ড নেই তার নামে বাণিজ্যিক কোন চালান পরিবহন হবে না।
যার ID কার্ড নেই সে কোন চাকুরীতে নিয়োগ পাবে না এমনকি তার বিয়ে রেজিষ্ট্রি হবে না।
এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ID কার্ডের ভূমিকা থাকবে।
(মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে ID কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদী নবায়ন না করালে জরিমানা দিতে হবে। কারো নামে যে কোন ধরনের জরিমানা থাকলে তা পরিশোধ ব্যতিরেকে ID কার্ড নবায়ন করতে পারবেন না এবং বাংলাদেশের যে কোন বন্দর দিয়ে তিনি বিদেশে চলে যেতেও পারবেন না)

এখন প্রশ্ন হতে পারে আমাদের দেশে সর্বস্তরের অফিস-আদালতে কম্পিউটার ইনফ্রাষ্ট্রাকচার সে রকম নেই। তাহলে এত কিছু কিভাবে সম্ভব?

সর্বাধুনিক টেলিকম্যুনিকেশন যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার এ যুগে **(Wi-Fi)** ওয়্যারলেস ইন্টারনেট কানেকশান কোন ব্যাপারই নয়! অথবা, বর্তমানে GSM মোবাইল SIM এর Modem/Router হাতের নাগালে, যা দিয়ে দুই বা ততোধিক দূরবর্তী কোন স্থানের সার্ভার কম্পিউটারের সাথে সহজেই নেটওয়ার্ক তৈরী করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। Client

Mohammed Omar Faruk
Computer Programmer
DW-MSP – KLF. MOD-Kuwait

কম্পিউটার হিসাবে Desktop বা Laptop যাই হোক না কেন তাতে কোন ন্যাশনাল ডাটাবেজ Installation এর ঝামেলা থাকবে না। শুধু মাত্র নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযোগ লাগানোর পর User Name এবং Password এর মাধ্যমে সার্ভারের ওয়েব সাইট নির্ভর ডাটাবেজ এ Login করে (সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেভাবে ওয়েব সাইট ব্রাউজ করা হয়) তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য input করা এবং সংরক্ষিত তথ্য জানা যাবে।

সব প্রতিষ্ঠানকে এক যোগে কম্পিউটারাইজড করা হয়তো সম্ভব নয়, তা আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে পারি।

প্রথমেই যদি গ্রামের কথা বলি-

প্রত্যেকটা ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে ১টা সার্ভার কম্পিউটার ও কমপক্ষে ১টা করে Client কম্পিউটার থাকলেই হয়ে যায়। প্রত্যেক থানা/উপজেলা/পৌরসভার চেয়ারম্যান/নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পুলিশ ষ্টেশনে কমপক্ষে ২টা সার্ভার কম্পিউটার ও একাধিক Client কম্পিউটার থাকবে। এভাবে প্রত্যেক জেলা শহরে বা সিটি কর্পোরেশন/ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ে, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন অফিসে একাধিক সার্ভার ও Client কম্পিউটার থাকবে। অনুরূপভাবে বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয়ে এবং রাজধানীতে - তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারী দাপ্তরিক পর্যায়ে একাধিক সার্ভার ও Client কম্পিউটার থাকবে।

ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের সার্ভার কম্পিউটার, থানা/উপজেলা/পৌরসভার কম্পিউটারের সাথে; থানা/ উপজেলা/ পৌরসভার সাভার্র কম্পিউটার, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন অফিস এর সার্ভার কম্পিউটারের সাথে; এভাবে, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন অফিস এর সার্ভার, বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয় এবং রাজধানীতে - তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারী দাপ্তরিক পর্যায়ের একাধিক সার্ভার কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরী করা যাবে। যার মাধ্যমে,

উদাহরণ স্বরূপ - তেতুলিয়ার কোন ব্যক্তি টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে মায়ানমার যেতে চাইলেও ঐ ব্যক্তির তথ্য যাচাই করতে ২/১ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। চেক পোষ্টের কম্পিউটারে ID নং এন্টার করলেই সে ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, ছবি, কোথায় কি চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন ইত্যাদী প্রয়োজনীয় সকল তথ্য মূহুর্তের মধ্যেই জানা যাবে। চোখের মনি সনাক্তকরণ মেশিন বা আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণ মেশিন ব্যবহার করে, স্কুল-কলেজ, সরকারী-বেসরকারী সকল অফিস আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি এবং বহির্গমনের সময়, স্বয়ংক্রিয় ভাবেই কম্পিউটার ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। যা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির রিপোর্ট উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে চলে যাবে। এতে করে কেউই কর্মে ফাঁকি দিতে পারবে না। এ ছাড়াও ওয়েব নির্ভর সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা দিয়ে থানায় বসেই নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের কর্মকর্তাগণ এবং প্রাইমারী/হাই স্কুলের শিক্ষকগণ এভাবে অন্যান্যরাও যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হচ্ছেন কি না বা কার্যক্রম করছেন কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এয়ার পোর্টের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও চোখের মনি সনাক্তকরণ মেশিন ব্যবহার করে নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

২য় ধাপে, দেশের সমস্ত সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রয়োজনে সকল ঔষদ বিক্রির প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ন্যাশনাল ডাটাবেজের অংশ, স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ সরকার থেকে কিনে নিতে হবে যা, ওয়্যারলেস/স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সার্ভার কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৩য় ধাপে, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, শিক্ষা বোর্ড সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ন্যাশনাল ডাটাবেজের অংশ ওয়্যারলেস/স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সার্ভার কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৪র্থ ধাপে, ব্যাংক-বীমা, ডাকঘর সহ যে কোন বিষয়ে সরকারী অনুমোদন (লাইসেন্স) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সম্পর্কিত ন্যাশনাল ডাটাবেজের অংশ ওয়্যারলেস/স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সার্ভার কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৫ম ধাপে, বড় বড় সপিং সেন্টারগুলো এবং মূল্যবান গৃহ সামগ্রী বিক্রির প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই ন্যাশনাল ডাটাবেজের নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে হবে। টেলিফোন, রিফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন, টেলিভিশন, মোটর সাইকেল, প্রাইভেট কার ইত্যাদী তথা করযুক্ত যে কোন সামগ্রী কেনা-কাটায় সিভিল ID কার্ড এর মাধ্যমে ন্যাশনাল ডাটাবেজে তথ্য অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতা মূলক করতে হবে। এতে করে ন্যাশনাল ডাটাবেজ থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে জানা যাবে ক্রেতার আয়ের উৎসের সাথে ব্যায়ের সঙ্গতি আছে কি না। এভাবে অবৈধ উপার্জন কারীদেরকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

এভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের সরকারী - বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

এখন প্রশ্ন আসবে, এত সব কিছু সঠিক ভাবে চালাতে হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যূৎ ব্যবস্থার দরকার, সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থা?

প্রাথমিক ভাবে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যূৎ এবং ইউপিএস/আইপিএস এর মাধ্যমে অনায়াসে কাজ চালিয়ে নেয়া যেতে পারে। স্থায়ী সমাধানের জন্যে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে প্রথমেই বিদূৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর কাজ হাতে নিতে হবে। আগামী ৫০/১০০ বছরের পরিকল্পনায় সারা দেশকে ১০ সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটিতে কমপক্ষে ১ টি বিদূৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর প্রকল্প হাতে নিতে হবে। সরকারীভাবে সম্ভব না হলে দেশের যে সব শিল্পপতিরা হাজার কোটি টাকার মালিক তাদেরকে এ কাজ দেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন আসবে - কম্পিউটারে দক্ষ জনবল কিভাবে পাওয়া যাবে?

প্রথমত ডাটা এন্ট্রি, ভিউ এবং প্রিন্ট এর জন্যে এক সপ্তাহের ট্রেনিংই যথেষ্ট। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের জন্যে, প্রত্যেকটি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী/অনার্স কোর্সে ন্যাশনাল কম্পিউটার ডাটাবেজ পরিচালনার প্রয়োজনীয় (কম্পিউটার সিষ্টেম ইঞ্জিনিয়ার, সিষ্টেম এডমিনিষ্ট্রেটর, ডাটাবেজ এডমিনিষ্ট্রেটর, ডাটাবেজ ডেভেলপার, অ্যাপলিকেশান প্রোগ্রামার, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার / এডমিনিষ্ট্রেটর ইত্যাদী এ সম্পর্কিত যত পদ আছে) ট্রেনিং কোর্স বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। এ প্রযুক্তির প্রকল্প হাতে নিলে দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ে, প্রতিটি প্রাইমারী/হাই স্কুলে, কলেজে, হাসপাতালে, ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানে এভাবে ধাপে ধাপে সব প্রতিষ্ঠানে এসব প্রশিক্ষিত জনবল কাজের সুযোগ পাবে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

ন্যাশনাল ডাটাবেজের সাথে আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মণির ছবি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সনাক্ত করণের জন্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যেমন- চোখের মনির ছবি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি সহ হাতের অন্য সব আঙ্গুলের ছাপ কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় মেশিন ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে কোন ভাবেই একই ব্যক্তির ভিন্ন নামে; গ্রামে/শহরে বা একাধিক জায়গায় একাধিক ID কার্ড বা পাসপোর্ট তৈরী করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, ন্যাশনাল ID তে এবং ডাটাবেজে প্রত্যেকের ছবি থাকলেও অপরাধ দমন বা নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কাজে তথা যে কোন ঘটনা ঘটে যাবার পর যেখানে অপরাধী স্বয়ং উপস্থিত থাকবে না সে জাতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি সনাক্তকরণে মুখমন্ডলের ছবি ১০০% ভূমিকা পালন করবে না। যেমন - একজনকে গলা টিপে হত্যা করলো কে? তা কিভাবে সনাক্ত করা যাবে? কোথাও কোন চুরির ঘটনা কে করেছে তা কিভাবে সনাক্ত করা যাবে? তাছাড়া, ডাটাবেজের ছবিতে কোন ব্যক্তির দাড়ি ছিলো না বা মাথায় চুল ছিল না কিন্তু অপরাধ করার পর মাথায় আলগা চুল লাগিয়ে মুখে দাড়ি রেখে দিলে দেখা মাত্র সে ব্যক্তিকে চিনে ফেলতে কষ্ট হবে। এ জাতীয় আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলো শুধুমাত্র আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মনির ছবি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

স্থায়ী/অস্থায়ী ভাবে অবস্থানরত প্রত্যেকের বাড়ীর নং ন্যাশনাল ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ -

প্রত্যেকটি পরিবারের একক বাড়ীর বা ফ্ল্যাট বাড়ী হলে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের, প্রত্যেকটি দোকান, কারখানা বা অন্য যে কোন একক ঘরের স্বতন্ত্র একটি PACI (Public Authority & Civil Information) নং থাকবে। প্রত্যেকটি জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা /পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এর কোড নং অনুসারে PACI নং দেয়া যেতে পারে। নিজস্ব হোক বা ভাড়ায় হোক; প্রত্যেকের সকল ঠিকানাসহ বর্তমানে অবস্থানরত ঠিকানার PACI নং ন্যাশনাল ডাটাবেজে থাকবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট চুক্তি ফরমের মাধ্যমেই যে কোন বাড়ীর মালিক ভাড়াটিয়ার সাথে চুক্তি করতে হবে। উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তি পত্রে উল্লেখিত তথ্য ন্যাশনাল ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে চুক্তি-পত্রের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বাড়ীর মালিককেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিকটস্থ PACI অফিসে জমা দিতে হবে। অন্যথায় বাড়ীর মালিকের নামে জরিমানা করা হবে। যে কোন অপরাধী কারো বাড়ীতে/ফ্ল্যাটে আত্নগোপন করলে বাড়ীর/ফ্ল্যাটের মালিকই প্রধানত দায়ী/দোষী বিবেচিত হবেন। এ প্রক্রিয়ায় কোন অপরাধী সহজে আত্ন-গোপন করতে পারবে না।

স্থায়ী (নিজস্ব এক বা একাধিক) / অস্থায়ী/বর্তমান / চিঠি-পত্র বা যোগাযোগের ঠিকানা ন্যাশনাল ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার পাওয়া যে বসত বাড়ী অবিক্রিত অবস্থায় আছে সেটিই হবে পৈত্রিক ঠিকানা বা, প্রথম ঠিকানা। পরবর্তীতে আরো একাধিক বাড়ী কেনা হলে দলিলে উল্লেখিত কেনার তারিখের পর্যায়ক্রম অনুসারেই ২য়, ৩য় এভাবে নির্ধারিত হবে। সর্বশেষ যে ঠিকানায় বর্তমানে অবস্থানরত তা নিজস্ব হোক বা ভাড়ায় হোক, সেটিই হবে বর্তমান ঠিকানা। চিঠি পাওয়ার ঠিকানা হবে বর্তমান ঠিকানা বা পোষ্ট অফিসের বক্স নং বা যার যার চাকুরী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা।

ন্যাশনাল ID বা সিভিল ID কিভাবে করা যায়?

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন এর কতটুকু প্রয়োগ আছে আমাদের দেশে? যথাযথ ভাবে কেন নেই? জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্যে দেশের সব মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যে রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা সহ সব ধরণের গণ-মাধ্যমগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার কমিশনারগণ এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রত্যেক শিশুর জন্মের পর নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল/ক্লিনিক এর ডাক্তার থেকে জন্মের সনদ নেয়ার পর, যত শীঘ্রই সম্ভব স্ব-স্ব স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানার চেয়ারম্যান, মেম্বার/কমিশনার দ্বারা সত্যায়ন করাতে হবে। মৃতের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। সময়মত এ কাজটি না করলে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির নামে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানা হয়ে যাবে তেমনি চেয়ারম্যান/মেম্বার বা কমিশনারগণও দায়ী হবেন, কর্তব্যে অবহেলার জন্যে। তাদের নামেও কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানা হয়ে যাবে।

ID নং প্রদানের জন্যে সরকারীভাবে সারা দেশের জন্যে একটা সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে। জন্ম তারিখ, জন্ম-স্থান এবং ১ম নিজস্ব (স্থায়ী) আবাসিক ঠিকানা অনুযায়ী ID নং এর ক্রম হতে পারে। জন্মের সনদের মাধ্যমেই প্রত্যেক উপজেলার স্থানীয় PACI (Public Authority & Civil Information) এর কার্যালয় থেকে প্রত্যেকের ন্যাশনাল ID নং দেয়া হবে। যাতে নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, রক্তের গ্রুপ, বাবা-মার নাম ঠিকানাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে।

প্রত্যেক উপজেলার স্থানীয় পরিসংখ্যান অধিদপ্তর বা PACI (Public Authority & Civil Information) এর কার্যালয় থেকে প্রত্যেক বাড়ীর PACI নং সংগ্রহ করতে হবে। ন্যাশনাল ID বা সিভিল ID কার্ড এ উল্লেখিত ছবি ও অন্যান্য তথ্য সঠিক/যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করার জন্যে এ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যেতে হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে প্রত্যেক ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯জন করে মেম্বার আছেন। একজন মেম্বারের আওতায় ধরা যায় গড়ে ১০০টির মত বাড়ী আছে। এ ১০০টি বাড়ীর লোকজনের তথ্য সংগ্রহ করতে এক জন মেম্বারের সর্বোচ্চ ২০ দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়।

উল্লেখিত মেম্বারগণ স্ব-স্ব এলাকায় মাইক এবং লিফলেট যোগে আগেই জানিয়ে দেবেন কোন্ দিন, কোন্ কোন্ বাড়ীতে তথ্য সংগ্রহের জন্যে যাবেন। পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সেদিন বাড়ীতে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং এ কাজে সহযোগীতার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোন জরুরী কারণ বশতঃ যারা উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাদেরকে ২য় বার সময় দেয়া হবে। ২য় বারেও যদি উপস্থিত থাকতে না পারেন তবে তারা নিজ দায়িত্বে যত শীঘ্রই সম্ভব ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের অফিসে গিয়ে তাদের তথ্য এবং ছবি দিয়ে আসবেন।

১. ন্যাশনাল ID সাথে সম্পৃক্ত তথ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডিজাইনের একটি ফরম থাকবে।
২. প্রত্যেকটি ফরমের সিরিয়াল বা কোড নং নির্দিষ্ট থাকবে।
৩. প্রত্যেক মানুষের জন্যে আলাদাভাবে একটি করে ফরম ব্যবহার করতে হবে।
৪. কমপক্ষে ৫১২ মেগাবাইট মেমোরী এবং ৫ মেগা পিক্সেল ক্ষমতা সম্পন্ন ভালো মানের ডিজিটাল স্থিরচিত্র ক্যামেরা লাগবে।
৫. ডিজিটাল ক্যামেরায় চলতি তারিখ এবং সময় সঠিক ভাবে সেটআপ করে নিতে হবে।
৬. কোন্ ছবিটি কার তা নির্ভুল ভাবে তথ্য ফরমের সাথে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ছবি তোলার পর্যায়ক্রম, সময় এবং তারিখ তার সাথে সম্পৃক্ত ফরমে তাৎক্ষণিক লিখে নিতে হবে।
৭. প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহ শেষে ক্যামেরা থেকে ছবিগুলো কম্পিউটারে ডাউনলোড করে, তথ্য ফরমের সিরিয়াল অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছবির ফাইল নেইমকে রি-নেইম করে নিতে হবে। তারপর সিডি/ডিভিডি-রমে রেকর্ড করে নিতে হবে।
৮. উপরোক্ত ৫, ৬, ৭ ধারার একই জাতীয় পদ্ধতিতে “ফিংগার প্রিন্ট ডিটেক্টর” দিয়ে আঙ্গুলের ছাপ এবং “আই ডিটেক্টর” দিয়ে চোখের মণির ছবি নিতে হবে।
৯. PACI নং সহ তথ্য ফরমে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করার সময় ফরমের সিরিয়াল নং এর সাথে ছবির সিরিয়াল নং, আঙ্গুলের ছাপের সিরিয়াল নং এবং চোখের মণির ছবির সিরিয়াল নং সতর্কতার সহিত মিলিয়ে নিতে হবে।

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদনের জন্যে ২ জন সেনা সদস্য, প্রত্যেক ওয়ার্ডের মেম্বার/কমিশনারের সাথে সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১জন শিক্ষক ও ১জন শিক্ষিকা এবং প্রয়োজনে সে এলাকার ২জন (ডিগ্রী/মাষ্টার্স পাশ) শিক্ষিত যুবককে নিয়ে যৌথভাবে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যেতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে

পারে সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অত্যাবশ্যক। নির্ভুল ভাবে এ কাজ সম্পাদনের জন্যে উল্লেখিত জনবল অর্থাৎ যারা এ কাজ করবেন তাদেরকে প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়/ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে কমপক্ষে এক সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০/১৫টি পরিবারের সবার তথ্য এবং ছবি সংগ্রহ করে সেগুলো ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়/ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের অফিসে রক্ষিত কম্পিউটার ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে পাঠাতে হবে।

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ সে সব দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে নিজেদেরকে ন্যাশনাল ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের ID কার্ড করে নিতে হবে।

যে কোন পরিস্থিতির কারণে যারা পৈত্রিক আবাস বা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা তার উপকণ্ঠে সরকারী বা বেসরকারী, অন্যের অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত জায়গা অবৈধ ভাবে দখল করে বস্তি গড়ে তুলেছে বা ফুটপাতে বসবাস করছে, তাদের সাধারণ কোন ন্যাশনাল ID কার্ড হবে না। সত্যিকার অর্থে তারা ভূমিহীন না হলে তাদেরকে স্ব-স্ব ঠিকানায় পাঠাতে সরকারীভাবে বাধ্য করতে হবে অন্যথায় তাদের জন্যে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে কারণ বেশীর ভাগ বস্তিগুলোতেই নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয় এবং অপরাধীরা আত্ম-গোপন করার সুযোগ পায়। তাছাড়াও শহরের পরিবেশ দূষণে ফুটপাত বা বস্তিবাসীরা অনেকাংশেই দায়ী।

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদেরও সিভিল ID বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। তারা বাংলাদেশে অবস্থানের মুহূর্ত থেকে শুরু করে বহির্গমনের পূর্ব পর্যন্ত কখন, কোথায়, কি করছে তার সব কিছু পর্যবেক্ষণের জন্যে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখিত পরিকল্পনায় এক মাসের মধ্যেই সারা বাংলাদেশের ন্যাশনাল ID বা সিভিল ID কার্ড এর প্রয়োজনীয় খসড়া তৈরী করা সম্ভব। প্রথম বারের মত কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে ভুল সংশোধনের পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে আরও এক মাস সময় লাগলেও বলা যায় সর্বমোট দুই মাসের মধ্যেই ন্যাশনাল ID এর কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

পরবর্তীতে এই সিভিল ID কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে অব্যাহত রাখার জন্যে -

প্রত্যেক শিশুর জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই ID কার্ড নিতে হবে
৩য় বৎসরের শুরুতে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় কার্ড নবায়ন
৩য় শ্রেণীর শুরুতে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির পূর্বে কার্ড নবায়ন
১৩ বৎসরের শুরুতে (মাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশনের পূর্বে) কার্ড নবায়ন
উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির পূর্বে এবং ১৮ বৎসরের শুরুতে (স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির সময়ে) নবায়ন
স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তির পূর্বে কার্ড নবায়ন
২৫ বৎসরের শুরুতে, ৩১ বৎসরের শুরুতে এবং পরবর্তী প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসরে নবায়ন করতে হবে।

প্রত্যেক বার নবায়নের সময় সদ্য তোলা নতুন ছবি সংযোজন করতে হবে। প্রত্যেকের মুখমন্ডলের সোজা ছবি, ডান পাশ ও বাম পাশের মিলে তিন দিক থেকে ছবি তুলতে হবে। যে নির্দিষ্ট বয়স পার হবার পর, কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে আইনের দৃষ্টিতে তাকে অপরাধী ধরা হয় তখন থেকে প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকারের একাধিক ছবিও ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যেমনঃ জন্মগত বা বয়স জনিত কারণে কারো মাথার চুল চলে গেল। ডাটাবেজে তার টাক মাথার ছবিই আছে কিন্তু হঠাৎ করে সে আলগা চুল ব্যবহার করা শুরু করলো। অথবা, কেউ ধর্মীয় টুপি বা বিশেষ কোন টুপি নিয়মিত ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন না কিন্তু হঠাৎ করে ব্যবহার শুরু করলেন। মুসলমানদের দাড়ি রাখার ব্যাপারে অসম্মানের বা আপত্তির কোন কারণ নেই। তবে যখনই কোন ব্যক্তি দাড়ি রাখার সিদ্ধান্ত নেবেন তখন যত শীঘ্রই সম্ভব ন্যাশনাল ডাটাবেজে তার দাড়ি সমেত নতুন ছবি সংযোজন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একজন আরবী শিক্ষকের একটি কথা স্মরণযোগ্যঃ তিনি বলেছিলেন, "সত্যিকারের হুজুর কখনো চোর হতে পারেন না, কিন্তু চোর হুজুরের লেবাস ধরতে পারে"

ন্যাশনাল ID বা সিভিল ID থাকলে আলাদা ভাবে ভোটার ID এর প্রয়োজন হবে না ঃ

ন্যাশনাল ডাটাবেজে নিবন্ধিত জন্ম তারিখ অনুযায়ী যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগের দিন যাদের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হবে অর্থাৎ ভোটার হবে এবং মৃত্যু তারিখের উপর ভিত্তি করে কারা ভোটার থেকে বাদ পড়বেন অথবা স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরের কম্পিউটারের মাধ্যমে নিবন্ধিত যারা বহির্গমন এবং প্রত্যাগমন করছেন, তাদের তথ্য লোকাল সার্ভার থেকে সেন্ট্রাল সার্ভারের ডাটাবেজে আপডেট (হাল-নাগাদ) হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। আর তা থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রিপোর্ট নেয়া যাবে। এভাবে প্রত্যেকটি উপজেলার নির্বাচন অফিস বা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস থেকেই PACI নং এর ভিত্তিতে স্ব স্ব এলাকার বৈধ ভোটারদের নামের তালিকা প্রকাশ করা যাবে অনায়াসে। ভোটার তালিকার বিশেষ কলামে ভিন্ন ঠিকানায় বা বিদেশে অবস্থানরত ভোটারদের নামের পাশে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ থাকবে।

Mohammed Omar Faruk
Computer Programmer
DW-MSP – KLF. MOD-Kuwait

প্রত্যেকেই যার যার অরিজিনাল সিভিল ID কার্ড প্রদর্শণ করে ভোট প্রদান করতে হবে। আর যারা নির্বাচনের এক দিন আগে বা নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিদেশ থেকে প্রত্যাগমন করবেন তাদের জন্যে প্রত্যাগমনের সে সব বন্দর থেকে ভোট দেয়ার জন্যে বিশেষ ছাড়পত্র দেয়া যেতে পারে অথবা স্ব-স্ব পাসপোর্ট প্রদর্শণ করেও তারা বৈধ ভোটার হিসাবে ভোট দিতে পারবেন। ভোট অনুষ্ঠানের দিন প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে ন্যাশনাল ডাটাবেজ নির্ভর কম্পিউটার থাকলে; প্রত্যেকের সিভিল ID তে যে Barcode থাকবে Barcode Reader এর মাধ্যমে ID কার্ড আসল না কি জাল, যিনি বিদেশ থেকে সদ্য প্রত্যাগমন করেছেন তার তথ্য ভেরিফিকেশনেও ২/১ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।

যার একাধিক আবাসিক ঠিকানা থাকবে, সচরাচর শুধুমাত্র ১ম ঠিকানা অনুযায়ীই ভোটার তালিকাতে তার নাম প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নির্বাচনে যে কোন একটি ঠিকানা থেকে শুধু মাত্র একবারই ভোট দিতে পারবেন। কেউ যদি তার ভোট প্রদানের ঠিকানা পরিবর্তন করতে চান তবে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩০দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসের ন্যাশনাল ডাটাবেজে তথ্য অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে যে, তিনি কোন ঠিকানা থেকে ভোট দিতে ইচ্ছুক। সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঠিকানার ভোটার তালিকাতে সেই ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হবে।

সকল ধরনের অপরাধ-দূর্নীতি কমানোর জন্যে ন্যাশনাল সিভিল ID কার্ড পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। যার মাধ্যমে আগামী ৫/১০ বৎসরের মধ্যেই আমরা দূর্নীতি মুক্ত একটা সুশৃঙ্খল জাতি উপহার পেতে পারি। আন্তর্জাতিক ভাবে দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার যে কালিমা আমাদের উপর বর্তেছে তার থেকেও নিজেদেরকে এবং দেশকে আমরা মুক্ত করতে পারি।

সুতরাং ভোটার ID নয় বরং ন্যাশনাল সিভিল ID কার্ডই বাস্তব প্রেক্ষাপটে জাতির ভাগ্য উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সহ অন্যান্য সকল উপদেষ্টা এবং সুশীল সমাজের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে অনুরোধ নিছক ভোটার ID না করে ন্যাশনাল সিভিল ID করার প্রতি সকলে ভাবুন।

Mohammed Omar Faruk
Computer Programmer
DW-MSP – KLF. MOD-Kuwait